পুজোর গানের জন্য কলম ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি- হাজারও ব্যবস্থা। এর মাঝেও সৃষ্টির জন্য সময় বেছে নেন। রং, তুলিতে ক্যানভাস ভরিয়ে তোলেন নিজের কল্পনায়। আবার গানও বড় ভালবাসেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত। কোনও সফরে গেলে, কিংবা মিটিংয়ের শেষে সুরেলা আসর জমাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এমনকী সমাবেশেও তাঁকে কণ্ঠ মেলাতে দেখা গিয়েছে। সেই সুরের ছোঁয়া মিলতে চলেছে এবারের দুর্গাপুজোয়।

এবার পুজোর গান লিখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর অ্যালবাম বাংলার বহুদিনের প্রচলিত রীতি। এবার পুজোর গানের সেই অ্যালবামের তালিকায় ঠাঁই পাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানগুলিও। জানা যাচ্ছে, অ্যালবামে আটটি গান থাকছে। গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন, লোপামুদ্রা মিত্র এবং রূপঙ্কর বাগচী। রৌদ্রছায়ায় সকালবেলায়, পাল তোল পাল তোল রে মাঝি, ও আকাশ- এই অ্যালবামের অন্যতম তিনটি গান। প্রথম ২টি গান মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরের সময় লিখেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর গানের বইও আছে। ভালবাসার তাগিদেই গান, কবিতা লেখেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার পুজোতেও সেই খাতিরেই শ্রোতাদের এই উপহার দিতে চলেছেন তিনি। এই সিডি প্রকাশ পাবে মহালয়ার দিন। প্রতি বছর এভাবেই রাজ্যের মানুষের সামনে আগমনী গান আনেন মুখ্যমন্ত্রী।

নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পক্ষ থেকে হ্যাপিহার্ট মিনি ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফেসিলিটি ডিরেক্টর অক্ষয় ওলেটি, সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি। এক হাজারের বেশি মানুষ এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন।—নিজস্ব চিত্র।

নির্দিষ্ট পরিমাণ জমার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় আরবিআই-এর

স্টাফ রিপোর্টার: বাধ্যতামূলক নির্দিষ্টপরিমাণ টাকা জমা রাখার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় দিল আরবিআই। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আরবিআই বলেছে, অনাদায়ী ঋণের শর্তাবলী বা লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও নর্মস শিথিল করা হয়েছে। তার ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে অনাদায়ী ঋণের জন্য সরকারের কাছে যে টাকা জমা রাখতে হয় বা স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও রিজার্ভ (এসএসআর)-এ দুই শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্যতম বড় ঋণদানকারী কোম্পানি গত মাসে ঋণ খেলাপ করার ফলে অনাদায়ী ঋণ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যদিও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এর সঙ্গে বন্ড এবং টাকার দামের পতনে বিনিয়োগকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও প্রকট হয়েছে।

রফতানিতে যে শুল্ক বৃদ্ধি করেছে সরকার তাতে বন্ড এবং মুদ্রা বাজারে লাভ হবে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বুধবার ৮.০৭ শতাংশে বন্ধ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ১০ বছরের বেঞ্চমার্কে বৃদ্ধি ২ বেসিস পয়েন্ট পড়েছে। ডলার প্রতি টাকার দাম সামান্য উঠে এদিন হয়েছে ৭২.৪৫ টাকা। যা ছিল ৭২.৬৩ টাকা। কিন্তু এ বছরে এখনও পর্যন্ত ১২ শতাংশ নেমেছে টাকার দাম। তবে আরবিআই-এর এই পদক্ষেপের ফলে তারা আস্থা ফিরে পেয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি।

ঠিক উত্তর দিলেই নিখরচায় বেড়ানো, সৌজন্যে বেনফিশ

স্টাফ রিপোর্টার: বিনা পয়সায় বেনফিশের ঘরে থাকতে চান? শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই হল। শুক্রবার থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেনফিশের তরফ থেকে চালু হয়েছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে সঠিক উত্তরদাতা পাবেন দুই রাত এবং তিনদিন যে কোনও একটি পর্যটন কেন্দ্রে বেনফিশের ঘরে বিনা পয়সায় থাকার সুযোগ। এদিন মাছের নতুন চারটি পদ নিয়ে এল বেনফিশ। এই চারটি পদ হল, ১। প্রন কাটলেট, ২। ফিশ সাসলিক, ৩। লেমন ফিশফ্রাই এবং ৪। তোপসে ফ্রাই। মাছের রকমারি পদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বেনফিশের থাকার জায়গা আছে। যেখানে খাবারও পাওয়া যায়। এই জায়গাগুলি অনলাইনে বুক করা হয়। এবার থেকে বুকিংয়ের পর কাগজের বদলে বুকিং সংক্রান্ত বার্তা মোবাইল ফোনে পাবেন পর্যটকরা।

বর্ষায় ছুটি সেরে স্বমহিমায় ফিরছে 'দেখো রে'

স্টাফ রিপোর্টার: লালদিঘির সপ্তাহান্তের সঙ্গীতমুখর আকর্ষণ 'দেখো রে' আবার ফিরছে। সংযোগ হয়েছে আরও নতুন কিছু আকর্ষণ। হস্তশিল্পে পাওয়া যাবে বিপুল ছাড়। প্রসঙ্গত বলা যায়, লালদিঘি অঞ্চলকে সপ্তাহান্তে জনগণের এক বিনোদনের জয়গা করে তুলতে এই 'দেখো রে' অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। উদ্যোগটি সম্পূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। অনুষ্ঠানটির নামকরণও করেন তিনিই। এক সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা, সঙ্গে হস্তশিল্প সামগ্রীর সম্ভার ও মুখরোচক খাবার। কে না চাইবে এখানে আসতে? প্রতি শনি ও রবিবার এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এখানে সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও খাদ্যদ্রব্য এবং নানারকম হস্তশিল্প দ্রব্য পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি এখানে যাতে এবার হরিণঘাটার মাংসও পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'দেখো রে'শুরু হয় ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে। কিন্তু, বর্ষার কারণে তা বন্ধ রাখা হয়। আশা করা যায়, আবার শুরু হতে চলা 'দেখো রে' অনুষ্ঠানে কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সপ্তাহান্তের ক্লান্তি কাটাতে আসবেন।

২০৩০ সালের মধ্যে ৩ নম্বরে পৌঁছে যাবে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার: বিশ্ব অর্থনীতিতে ছ'নম্বরে উঠে এসেছিল ভারত। এবার সামনে নতুন লক্ষ্য। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে তিন নম্বরে উঠে আসতে পারে ভারত। এই মুহূর্তে চার নম্বরে রয়েছে জাপান, এমনটাই দাবি করা হয়েছে এইচএসবিসি ব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষায়। বহুজাতিক এই ব্যাঙ্কটি মনে করছে, এই মুহূর্তে এশিয়ায় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হল ভারত। উন্নতির বেগে ভারতের খুব কাছাকাছি থাকবে জার্মানি এবং জাপান। চিনের উন্নতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। চিনের প্রতিযোগিতা মূলত আমেরিকার সঙ্গে। এই মুহূর্তে তালিতার শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা। ঠিক তারপরেই দু'নম্বরে রয়েছে চিন। এইচএসবিসি ব্যাঙ্কের সমীক্ষা বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে আমেরিকার উন্নতি হবে ২৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চিনের উন্নতি হবে ২৫.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদি সব ঠিকঠাক থাকে এবং ভারত তিন নম্বর স্থানে উঠে আসতে পারে, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার।

কত বৃষ্টি, কোথায় জল জানাবে 'কে ফ্লাড' অ্যাপ

স্টাফ রিপোর্টার: আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো এবার শহরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, কোথায় কোথায় জল জমে রয়েছে তা আগে থেকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জানতে পারবেন শহরবাসী ও পুরসভা।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) এবং কলকাতা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে এদিন নতুন ফ্লাড ফোরকাস্টিং অ্যান্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (এফএফইডব্লুএস) 'বন্যার পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কতা পদ্ধতি'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন মেয়র। 'কে ফ্লাড' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। যেখান থেকে বাসিন্দারাও সচেতন হতে পারবেন।

খুব শিগগিরই তা চালু করে দেওয়া হবে। বৃষ্টির পরিমাণ, কোথায় কত পরিমাণ জল জমে রয়েছে, বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না, সবই এবার আগাম জানতে পারা যাবে। এই সতর্কবার্তার ফলে পুরসভা এবং শহরবাসী উভয়ই উপকৃত হবেন। শহরের ৪৫৫টি জায়গায় পাম্পিং স্টেশন ও খালে লাগানো হবে অত্যাধুনিক সেন্সর। চিহ্নিত করা হয়েছে যে- সব এলাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। বিশেষ করে ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে দক্ষিণের শীলপাড়া, বেহালার কয়েকটি জায়গা । পুরসভার কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে এই সব সেন্সরের। পুর কন্ট্রোলরুম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ইতিমধ্যে শহরের ৩৯টি জায়গায় বসানো হয়েছে সেন্সর। এই অ্যাপটি নিঃসন্দেহে পুরবাসীদের উপকৃত করবে।

দুর্গাপুরে পেন ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপ

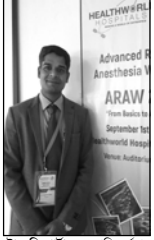

স্টাফ রিপোর্টার: সম্প্রতি দুর্গাপুর গান্ধি মোড়ের হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হল 'অ্যাডভান্সড রিজিওনাল অ্যানাস্থেশিয়া ওয়ার্কশপ' .... । দুই দিনব্যাপী এই অ্যাডভান্সড পেন ম্যানেজমেন্টের কর্মশালাতে এআইএমএস দিল্লি, হায়দরাবাদ, পুণে, ভুবনেশ্বর থেকে মণিপুর পর্যন্ত দেশের প্রায় সব প্রান্তের বিভিন্ন শহরের পেন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ও অ্যানাস্থেসিস্টরা যোগদান করেন।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চিকিৎসকরা তো ছিলেনই, ফ্যাকাল্টিরা উপস্থিত হয়েছিলেন শুধু দেশ নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো বিদেশ থেকেও। দুই দিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রে সেমিনার ও গবেষণাপত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হাতেকলমে অনুশীলনের ব্যবস্থাও ছিল। হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতালের পেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান ও অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক ডাঃ রাজেন্দ্র কুমার সাউ জানালেন এই ওয়ার্কশপে অ্যাকিউট পেন ম্যানেজমেন্টের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর আলোচনা ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, সার্জারি চলাকালীন বিভিন্ন ধরনের অ্যানাস্থেশিয়া আসলে অ্যাকিউট পেন ম্যানেজমেন্টেরই অন্তর্গত বিষয়। আজকাল অধিকাংশ সার্জারিতে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান না করে রিজিওনাল অ্যানাস্থেশিয়া করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এই ধরনের অ্যানাস্থেশিয়ায় সর্বাধিক বারো ঘণ্টা পর্যন্ত অবশ থাকে। তারপরেই রোগী পোস্ট অপারেটিভ পেন টের পান। কিন্তু অত্যাধুনিক 'আল্ট্রাসাউন্ড' গাইডেড রিজিওনাল নার্ভ ব্লক' পদ্ধতিতে রোগীর সার্জিক্যাল উভস প্রায় ২৪ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় অসাড় থাকে।

একদিন পরে যখন অনুভূতির জন্য দায়ী সঠিক নার্ভটিকে চিহ্নিত করে ক্যাথিটারের সাহায্যে নির্দিষ্ট ডোজ অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ দিয়ে নার্ভটিকে সাময়িক অচল করা হয়। এই সম্মেলনেই এসেছিলেন হায়দরাবাদের ইন্দো-আমেরিকান ক্যানসার হাসপাতালের অ্যানাস্থেসিস্ট ডাঃ অভিজিৎ রেড্ডি। তাঁর গবেষণাপত্র থেকে জানা গেল, ক্যানসার সার্জারির সময়ে ব্যবহৃত অ্যানাস্থেশিয়ার ওষুধের প্রকার ও সঠিক ডোজ সার্জারির পরে ক্যানসার কোষের পুনরায় বৃদ্ধির অন্যতম সম্ভাব্য কারণ।

ডাঃ সাউ জানালেন, বর্তমান হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতালের পেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে অ্যাকিউট ও ক্রনিক সব ধরনের পেন ম্যানেজমেন্টের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আছে। মেরুদণ্ডের ক্রনিক পেনের উপশমের জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্বেলিকাল থেরাপিও এখানে করা হয় বলে জানান ডাঃ সাউ।

মাঝেরহাট রেলব্রিজ ভেঙে যাওয়ার পর এই প্রথম লেভেল ক্রসিং তৈরির জন্য কাজ চলছে। এই কারণে বজবজ শাখায় ট্রেন বন্ধ রাখা হয়েছিল রবিবার। যাত্রী হয়রানি হলেও পুজোর আগে লেভেল ক্রসিংয়ের কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত বিকল্প রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই কাজে তদারকি করা হচ্ছে। রবিবার সারাদিন কাজ চলে, এমনকি রাতেও বিকল্প লাইট জ্বালিয়ে কাজ করেন শ্রমিকরা। উপস্থিত ছিলেন রেলের আধিকারিকরা।

Notice Inviting e-Tender

E-Tenders are invited by the Officer-in-Charge , Government College of Engineering & Leather Technology , Block - LB/11, Sector-III, Saltlake, Kol-106 from suppliers regarding Purchase & AMC of various items and Centenary Celebration items like Pandal, Lighting Refreshment, Lunch, Printing & Stationary etc. The detail of which will be available in the website www.wbtenders.gov.in from **04.10.2018.** Last date of submission of tenders is 25.10.2018.

Officer-in-Charge Government College of Engineering & Leather Technology.